দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 04 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

নয় মাস ধরে বেতন পান না উপবৃত্তি প্রকল্প কর্মকর্তারা

মোশতাক আহমেদ ॥ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সরকারের ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট-২-এর (এফএসএসপি) আওতাধীন দেশের উনিশটি উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতনভাতা পাচ্ছেন না গত নয় মাস ধরে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঈদের উৎসব ভাতা পাওয়ার বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে গেছে। ঈদকে সামনে রেখে বেতনভাতা না পাওয়ায় এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে অমানবিক জীবনযাপন করছেন। এ বিষয়ে এফএসএসপি-২ প্রকল্পের পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন পেয়ে যাবেন। তিনি জানান, এর আগে গত মাসে আটকে থাকা ছাত্রীদের উপবৃত্তিও দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি পড়াশোনায় মেয়েদেরকে আরও বেশি উৎসাহী করতে ১৯৯৪ সাল থেকে সরকার পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে নোরাড প্রকল্পের অধীনে সারাদেশের উনিশটি উপজেলার স্কুল-মাদ্রাসার প্রায় নব্বই হাজার ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছিল। গত ডিসেম্বর থেকে এই উনিশটি উপজেলার আট শ' ৯৮টি স্কুলের ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ার বিষয়টি আরেক উপবৃত্তি প্রকল্প ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রকল্প-২-এর (এফএসএসপি) অধীনস্ত হয়। অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে অন্যান্য উপজেলার মতো এই ১৯টি উপজেলার স্কুলছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের দায়িত্ব পড়ে এই প্রকল্পের ওপর। সেইভাবেই টাকার সংস্থান হয়। কিন্তু নানা জটিলতায় বেশ কয়েক মাস উপবৃত্তি বন্ধ থাকার পর পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি শুরু হলে এই উনিশটি উপজেলার ৮শ' ৯৮টি মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রীদের উপবৃত্তি গত মাসে দেয়া হয়। এটিকে সবাই ইতিবাচক দিক হিসাবে দেখলেও যারা এই উপবৃত্তি প্রকল্প চালায় সেই মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই গত নয় মাস ধরে বেতনভাতা পাচ্ছেন না। যেসব উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতনভাতা পাচ্ছেন না সেগুলো হলো- কুমিল্লার বরুড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, চাঁদপুর সদর, হাইমচর, শাহরাস্তি, গোপালগঞ্জ সদর, মোকছেদপুর, মাদারীপুরের কালকিনি, যশোরের অভয়নগর, ঝিকরগাছা, বাঘারপাড়া, কেশবপুর, মনিরামপুর, আলীগঞ্জ, খিনাইদহের শৈলকূপা, মাগুরা সদর, লোহাগাড়া এবং শালিখা। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষা অফিসারসহ মোট ৯৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী এই উনিশটি উপজেলায় এসব উপবৃত্তি প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করছেন। সবমিলিয়ে নয় মাসে সত্তর লাখেরও বেশি টাকা জমে গেছে বলে জানা গেছে। এক কর্মকর্তা জানান, গত জানুয়ারি থেকে তারা বেতন পাচ্ছেন না। সর্বশেষ বেতন পেয়েছিলেন ডিসেম্বর। তারা এখন সুদের টাকা এবং ঋণের টাকায় অফিস খরচ চালাচ্ছেন। তবে প্রকল্প পরিচালক স্পষ্ট করে বলেছেন, খুব শীঘ্রই এসব কর্মকর্তার বেতন হয়ে যাবে। তিনি জানান, বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।